100

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তাদের খামখেয়ালী

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর ফল বিপর্যয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, *ঝিনাইদহ থেকে*

চলতি বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয় হিসাবে বেসিক ট্রেড কোর্সে নম্বর প্রদানে যশোর বোর্ডের খামখেয়ালিপনার শিকার হয়ে প্রায় ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ফল বিপর্যয় ঘটেছে। জানা গেছে, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বেসিক ট্রেড কোর্সে যশোর বোর্ডে এসএসসি'তে ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। এবং গত বছরের ২২ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল ১৯৯৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা ট্রেড কোর্সের ৪র্থ বিষয়ে ৪০ নম্বরের পরবর্তী অতিরিক্ত নম্বর পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে। কিন্তু যশোর শিক্ষা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে এবারও ৬০ নম্বরের পর অতিরিক্ত নম্বর প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করেছে।

বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই খামখেয়ালিপনার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে পরীক্ষার্থীরা ৪র্থ বিষয়ে ৬০ নম্বরের পরবর্তী নম্বর তাদের প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে নম্বর বণ্টনে পরিবর্তন এনে তা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এবং সে অনুযায়ী ৪০ এর পর নম্বরগুলো প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হবে। এ ব্যাপারে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর গত বছরের ৫ আগস্ট ভি টি/৯৬৮/৯৬/১৭২৮(৬৫) নং স্মারকে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে তা জানিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও বোর্ড সেই নির্দেশ কার্যকর করেনি। ফলে এবার ছাত্র-ছাত্রীরা ২০ নম্বর কম পাওয়ায় তাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট লাভ করতে পারেনি। শিক্ষা অধিদফতরের নির্দেশকে এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের রহস্য কি তা জানা যায়নি।

এ ব্যাপারে যশোর শিক্ষা বোর্ডে যোগাযোগ করা হলে একজন কর্মকর্তা জানান, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে এই ভুলের জন্য তিনি কম্পিউটার সেন্টারকে দায়ী করেন। এই ফল বিপর্যয়ের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ শহরে ছাত্র ও অভিভাবকরা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। তারা এই ফলাফল বাতিলের দাবি জানায়।